দামুড়হুদার সড়ক গুলো মাটিভর্তি অবৈধ ট্রাক্টরের দখলে

দামুড়হুদা উপজেলায় প্রতিটি সড়ক-মহাসড়কগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভেজা মাটিভর্তি অবৈধ ট্রাক্টর। এতে করে সড়কগুলোতে ভেজা মাটি পড়ার পর তা শুকিয়ে পুরু আস্তরণ তৈরি হচ্ছে, যার কারণে যেকোন সময় বড়ধরনের দুর্ঘটনার আশঙ্কা রয়েছে। কিন্তু এগুলো নিয়ে কারোরই কোনপ্রকার মাথাব্যথা নাই। মনে হচ্ছে সবাই স্টেডিয়ামে বসে চুপচাপ খেলা দেখছে। এ কারণে যদি কোন দুর্ঘটনা ঘটে তখন সবাই বড় বড় পদক্ষেপ গ্রহণ করার আশ্বাস দিবে। কিন্তু আগে থেকে পদক্ষেপ গ্রহণ করলে দুর্ঘটনা ঘটার আশঙ্কা অনেকখানিক কমে যাবে, যা এখন কেউই গ্রহণ করছে না।

সরেজমিনে যেয়ে দেখা যায়,দামুড়হুদা উপজেলার বিভিন্ন ইউনিয়নের সড়কগুলো দাপিয়ে বেড়াচ্ছে ভেজা মাটিভর্তি একাধিক ট্রাক্টর। প্রতি মিনিটেই রাস্তায় ট্রাক্টরের দেখা পাওয়া যাচ্ছে। ট্রাক্টরগুলো অতিরিক্ত গতিতে মাটিভর্তি করে নিয়ে কোনকিছুর তোয়াক্কা না করে গন্তব্যের দিকে ছুটে চলছে। ট্রাক্টর পার হয়ে যাওয়ার পর রাস্তার পাশে দাঁড়িয়ে নানারকম মন্তব্য করছে মানুষজন।

একাধিক ব্যক্তি অভিযোগ করে বলেন, কাকডাকা ভোরে ট্রাক্টরের বিকট শব্দে এখন ঘুম ভাঙে। তারপর থেকে একটানা দিনভর ট্রাক্টরের শব্দ আর ধুলাবালি সহ্য করে দিন পার করতে হচ্ছে। রাস্তার উপর ট্রাক্টর থেকে ভেজা মাটি পড়ে তা শুকিয়ে পাকা রাস্তা আর চেনার মতো অবস্থা থাকছে না। এ সমস্ত ভেজা মাটিগুলো বিভিন্ন ইটভাটায় সরবরাহ করা হচ্ছে যার ফলে ইটভাটার সামনের সড়কগুলোর অবস্থা আরও খারাপ।

এমনিতেই এ সমস্ত মাটির উপর মোটরসাইকেলসহ অন্যান্য গাড়ির চাকা স্লিপ কাটছে। আজ বৃহস্পতিবার ভোর থেকে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি পড়ে রাস্তা দিয়ে চলার মতো কায়দা নেই, ছোট ছোট দুর্ঘটনা ঘটতেই আছে, আর যদি একটু বৃষ্টি বেশি হয় তাহলে সড়কগুলোতে বড়ধরনের দুর্ঘটনা ঘটার সম্ভাবনা রয়েছে। এছাড়া বেশীরভাগ সময় বালু বহন করা ট্রাক্টরগুলো বালু না ঢেকেই অহরহ সড়কে চলাচল করছে। কিছু সময় ঢাকলেও তা নামমাত্র। ফলে বালু উড়ে এসে রাস্তায় চলাচলরত বিভিন্ন

যানবাহনের চালকদের চোখেমুখে যেয়ে বিড়ম্বনার সৃষ্টি করছে।

এমনিতেই ট্রাক্টরগুলো চাষের কাজে ব্যবহার করার কথা। কিন্তু তার সাথে ট্রলি যুক্ত করে মাটি, বালুসহ অন্যান্য মালামাল বহন করার কাজে ব্যবহার করা হচ্ছে। কিন্তু অদৃশ্য ক্ষমতার বলে এ সমস্ত ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা তো দূরের কথা তাদেরকে নির্দিষ্ট কোন নীতিমালার ভেতরেও আনা সম্ভব হচ্ছেনা। এসব ট্রাক্টরের চালকদের বেশীরভাগেরই কোন ড্রাইভিং লাইসেন্স নাই, তাছাড়া এরা একেবারেই অনভিজ্ঞ। ট্রাক্টরে মাটি, বালু ভর্তি করা শ্রমিকের কাজ করতে করতে তাদের অনেকেই ট্রাক্টরের চালক হয়ে যাচ্ছে। অতিদ্রুত এসব ট্রাক্টরের বিরুদ্ধে কার্যকরী ব্যবস্থা গ্রহণ করার জন্য প্রশাসনের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন সচেতন মহল সহ এলাকাবাসী।

পাঁচ বছরে অসমাপ্ত কাজ গুলো সম্পন্ন করবো-এমপি ছেলুন জোয়ার্দ্দার

চুয়াডাঙ্গা-১ আসনের সংসদ সদস্য সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন শপথের পর গতকাল বৃহস্পতিবার আলমডাঙ্গায় নেতাকর্মিদের মাঝে উপস্থিত হলে তাঁকে ফুলেল শুভেচ্ছায় শিক্ত করা হয়। বেলা ১১ টার দলীয় কার্যালয়ে নেতাকর্মিদের সাথে শুভেচ্ছা বিনিময় ও সৌজন্য সাক্ষাতে মিলিত হন তিনি ।

এসময় জেলা আওয়ামীলীগের সভাপতি বীর মুক্তিযোদ্ধা সোলায়মান হক জোয়ার্দার ছেলুন এমপি বলেন, আপনারা আপনাদের পরিশ্রমের ফল পেয়েছেন। রাব্বুল আলামিন আমাদের দিকে তাকিয়েছেন, সেজন্য দলের পক্ষ থেকে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনার পক্ষ থেকে ও আমার পক্ষ থেকে সবাইকে শুভেচ্ছা ও অভিনন্দন জানাচ্ছি।

দলের সর্বস্তরের নেতাকর্মী বিশেষ করে আওয়ামীলীগ, যুবলীগ, ছাত্রলীগ, কৃষকলীগ, শ্রমিকলীগ, মহিলা আওয়ামীলীগ, ইউনিয়নের

সাবেক সাংগাঠনিক সম্পাদক মাসুদুজ্জামান লিটু বিশ্বাস বন ও পরিবেশ বিষয়ক সম্পাদক সহিদুল ইসলাম, শাহ আলম, হামিদুল ইসলাম, জেলা সদস্য সিরাজুল ইসলাম, শাহ আলম, কাজী খালেদুর রহমান অরুন, আলমডাঙ্গা, পৌর সভাপতি দেলোয়ার হোসেন, উপজেলা আওয়ামীলীগের সাবেক সহসভাপতি আলহাজ্ব লিয়াকত আলী লিপু মোল্লা, হাজী ঠান্ডু রহমান, সাবেক পৌর আওয়ামীলীগের সম্পাদক সিরাজুল ইসলাম, আমিনুল ইসলাম অপু মোল্লা, যুগ্ম সম্পাদক সাইফুর রহমান পিন্টু, মাসুদ রানা তুহিন, ইউপি চেয়ারম্যান এজাজা ইমতিয়াজ বিপুল, মোখলেছুর রহমান শিলন, মোজাহিদুর রহমান লোটাস, মাহমুদুল হাসান চঞ্চল, আসাদুল হক মিকা, আবু সাইদ পিন্টু,তাফসির আহমেদ লাল, সোহানুর রহমান সোহান, জেহালা ইউনিয়ন সভাপতি হাসানুজ্জামান হান্নান, মোস্তাফিজুর রহমান রুন্নু, বিল্লাল গনি, দিদার মালিতা, রাহাব উদ্দিন, আব্দুর রাজ্জাক, জয়নাল আবেদীন, জিনারুল ইসলাম বিশ্বাস, নাহিদ হাসনাত সোহাগ, মকবুল হোসেন, শহিদুল ইসলাম লাল্টু, যুবলীগের আহবায়ক সোনাহার মন্ডল, আশাদুল হক ডিটু, পাপন, মনিরুজ্জামান হিটু, সাবেক ছাত্রনেতা আশরাফুল ইসলাম, বাদশা, নাহিদ হাসান তমাল, সাকিব, অটল, জেলা মৎসজীবি লীগের সভাপতি শাহাবুল ইসলাম, সহসভাপতি আলতাব হোসেন, ববিতা খাতুন, স্বপন, উপজেলা কৃষকলীগের সভাপতি এম আজিজুল হক, মহিলা আওয়ামীগের সভাপতি সাহিদা খাতুন সহ নেতৃবৃন্দ।

এছাড়াও আলমডাঙ্গা সরকারি কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর ড.জে.এম আব্দুর রকিবের নেতৃত্বে ফুলেল শুভেচ্ছা জানান।

এসময় উপস্থিত ছিলেন সহকারি অধ্যাপক সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, সিরিয়র প্রভাসক ড.মাহবুবুর রহমান, তাপস রসিদ, ওসি শেখ গনি মিয়া, ওসি তদন্ত একরাম হুসাইন, টোটন জোয়ার্দার, সহকারি অধ্যাপক, আব্দুল মেনায়েম, শেখ শফিউজ্জামান, সাইদুর রহমান লিটন, মহিতুর রহমান, ইকবাল হাসান, সিনিয়র প্রভাষক আনোয়ারুজ্জামান, মাকুদুর রহমান, জিয়াউর রহমান, আদিল হোসেন, তাসলিমা খাতুন, রাহাত আরা, জেসমিন আরা খানম, শরিয়ত উল্লাহ, মনিরুজ্জামান, রাশেদুল মমিন, ড.মহাবুব আলম, রফিকুল ইসলাম, মঞ্জুরুল ইসলাম, তাপস রশিদ, রেজাউল করিম, আব্দুল হাই, হাবিবুর রহমান, আব্দুস সেলিম প্রমুখ।

চুয়াডাঙ্গায় মাঘের শীতে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি, বিপর্যস্ত জনজীবন

চুয়াডাঙ্গায় হাড়কাঁপানো শীতের মধ্যেই টানা দুই ঘণ্টা গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি হয়েছে। সঙ্গে হিমেল হাওয়ায় শীতের তীব্রতা আরও বেশি অনুভূত হচ্ছে। এতে কৃষকসহ দিনমজুররা পড়েছেন চরম বিপাকে।

চুয়াডাঙ্গা প্রথম শ্রেণির আবহাওয়া পর্যবেক্ষণাগার সূত্রে জানা গেছে, আজ বৃহস্পতিবার ভোর পৌনে ৬টা থেকে সকাল ৮টা ১০ মিনিট পর্যন্ত জেলায় ১৯ দশমিক ৪ মিলিমিটার বৃষ্টিপাত রেকর্ড করা হয়েছে। সকাল ৯টায় জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াস ও দুপুর ১২টায় রেকর্ড করা হয়েছে ১৮ ডিগ্রি সেলসিয়াল তাপমাত্রা। এর আগে বুধবার সকাল ৯টায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা রেকর্ড করা হয়েছে ৯ দশমিক ৮ ডিগ্রি সেলসিয়াস।

এদিকে চুয়াডাঙ্গায় কয়েক দিন মৃদু শৈত্যপ্রবাহের কারণে শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী বৃহস্পতিবার জেলার সব মাধ্যমিক বিদ্যালয় বন্ধ রয়েছে। তবে প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো যথারীতি কার্যক্রম চলতে দেখা গেছে।

চুয়াডাঙ্গা জেলা শিক্ষা অফিসার মো. আতাউর রহমান বলেন, বুধবার আলোচনা করে বৃহস্পতিবার জেলার সকল মাধ্যমিক শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বন্ধ রাখার সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে। আবহাওয়া অধিদপ্তরের সঙ্গে কথা বলে সম্ভাব্য জেলার পূর্বাভাস জেনে আলোচনা সাপেক্ষে সামনে সপ্তাহে সিদ্ধান্ত নেওয়া হবে।
জেলা প্রাথমিক শিক্ষা অফিসার তবিবুর রহমান জানান, বৃহস্পতিবার জেলায় সর্বনিম্ন তাপমাত্রা ছিল ১১ দশমিক ৫ ডিগ্রি সেলসিয়াল। তাপমাত্রা ১০ ডিগ্রির নিচে হলে স্কুল বন্ধের নির্দেশনার জন্য বলা হয়েছে। সেই অনুযায়ী জেলার সব প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলো খোলা রয়েছে। আমি জেলার বিভিন্ন স্কুল পরিদর্শন করেছি। ৬০-৭০ শতাংশ শিক্ষার্থীরা বিদ্যালয়ে এসেছে।

দর্শনায় গাঁজা সহ নাস্তিপুরের আকাশ গ্রেফতার

দর্শনায় গাঁজাসহ নাস্তিপুরের আমিনুল হক ওরফে আকাশ নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে গ্রেফতার করেছে দর্শনা থানা পুলিশ।

আজ বুধবার সন্ধা পৌনে ৭টার দিকে দর্শনা থানার অফিসার ইনচার্জ বিপ্লব কুমার সাহার নেতৃত্বে থানার এসআই সোহেল রানা সঙ্গীয় অফিসার ও ফোর্সসহ মাদক বিরোধী অভিযান পরিচালনা করেন দর্শনা থানাধীন নাস্তিপুর গ্রামে।

এসময় গ্রামের পশ্চিমপাড়ার মানিক হোসেনের পূর্ব দুয়ারী পাকা বাড়ির গেট সংলগ্ন গলির রাস্তার উপর হতে আমিনুল হক ওরফে আকাশ (২০) নামের এক মাদক ব্যবসায়ীকে ৫ শত গ্রাম গাঁজাসহ গ্রেফতার করেন। ফলে পুলিশের অভিযান টেরপেয়ে পালিয়েছে মানিক হোসেনের স্ত্রী দেলোয়ারা খাতুন ওরফে পাখি (৪৫)।

গ্রেফতারকৃত আমিনুল হক ওরফে আকাশ দামুড়হুদা উপজেলার দর্শনা থানাধীন পারকৃৃষ্ণপুর-মদনা ইউনিয়নের নাস্তিপুর গ্রামের বাসিন্দা ও ইসরাফিল হোসেনের ছেলে।

এ ঘটনায় পুলিশ গ্রেফতারকৃত ও পলাতক আসামীর বিরুদ্ধে দর্শনা থানায় নিয়মিত মামলা রুজু করেছে।

দর্শনার বাড়াদী বিলের জোরপূর্বক মাছ ধরে নিয়েছে

আকরাম ও তার দলবল

লিজের টাকা তো দিলোই না। অপরদিকে মেয়াদ শেষ হওয়ার পর আমার ছাড়া দেশী মাছগুলো জোর পূর্বক ধরে নিয়ে গেলো।

কান্না জড়িত কন্ঠে কথাগুলো বলেছে ছয়ঘরিয়া গ্রামের মৃত আলমগীর আল্লামা ইকবাল এর ছেলে আবু খালিদ মোঃ শমসের আলী। গত বাংলা-১৪৩১ সালের শ্রাবন মাসে আবু খালিদ মোঃ শমসের আলী বাড়াদী বীলে ৬৩৭ দাগে ৪ বিঘা জলকারের ৩ লাখ ৬ হাজার টাকায় জোর পূর্বক লিজ নেই বারাদি গ্রামের মাঝ পাড়ার মৃত মোজ্জাফর আলীর ছেলে আকরাম হোসেন (৬০)।

গত ৩০ শে-১৪৩১ পৌষ এ জোরপূর্বক লিজের মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভেড়ী বাধেঁর মাছ ধরে নেয়। এরপরও গতকাল আবু শমসের এর জলকারে বিশ প্রয়োগ করে শ্যালো মেশিন দিয়ে পানি নিস্কাশন করে প্রায় ২ লাখ টাকা মুল্যের দেশী মাছ জোরপূর্বক ধরে নেয়। এমনকি এলাকার মানুষ লেলিয়ে দিয়ে সমস্ত মাছ ধরে নেয়। জোরপূর্বক লিজের ২লাখ ৫০ হাজার ৬শত টাকা দেয়নি। বরং দেশী মাছগুলোও ধরে নিয়ে গেছে বাড়াদী গ্রামের মৃত মোজ্জাফর আলীর ঝেলে আকরাম হোসেন (৬০) ও একই গ্রামের মোতালেব আলীর ছেলে ইলিয়াস হোসেন (৪৫)। বড়বলদিয়া গ্রামের ন্যাড়া মিয়ার ছেলে মামুন (৪২) ও সাড়াবাড়িয়া গ্রামের নাজমুল ইসলাম। এমনি অভিযোগ করেছে আবু খালিদ মোঃ শমসের।

এ বিষয় আবু খালিদ মোঃ শমসের আরো বলেন, এছাড়া আমার জমির সমস্ত কাগজপত্র থাকা স্বত্তেও কিছু প্রভাশালী রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে এভাবে আমার জলকার ও জমিতে ধান চাষ করে আসছে। তিনি আরো বলেন, থানায় অভিযোগ করেও ফলাফল পাইনি।

এ বিষয় আকরাম হোসেন বলেন, আমরা জমি লিজ বাবদ ৫০ হাজার টাকা দিয়েছি এবং দেড় মন খাওয়ার মাছ দিয়েছি। আমরা নিয়ম মাফিক লিজ নিয়েছি এবং লিজের চুক্তিনামায় গ্রামের ৩শত জনের স্বাক্ষর আছে।

এ ক্ষেত্রে আবু খালিদ মোঃ শমসের বলেন, আমাকে শুধুমাত্র ৩০ কেজি তেলাপিয়া মাছ আর ৫০ হাজার টাকা দেয়। এছাড়া আর কিছুই পায়নি। বাকি টাকা তো দেয়নি এবং আমাকে প্রান নাশের হুমকি দিচ্ছে। আমি এর সুষ্ঠু বিচার দাবি করছি প্রশাসনের কাছে।

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

[redacted]

স্থানীয় সুত্রে জানা গেছে, ঢাকাগামী চিত্রা এক্সপ্রেস উথলী রেলস্টেশন অতিক্রম করার পর উথলী-দর্শনা রেলপথের উথলী তেঁতুলতলা- ঘোড়ামারা রেলগেটের মাঝামাঝি স্থানে রেললাইনে ফাটল দেখতে পান স্থানীয় এক ব্যক্তি। বিষয়টি রেলপথের নিরাপত্তার দায়িত্বে থাকা আনসার সদস্যদের জানান তিনি। পরে আনসার সদস্যরা রেললাইনের ওপর লাল পতাকা টানিয়ে দর্শনা অভিমুখী একটি মালগাড়ি খুলনা অভিমুখী ১৬ ডাউন মহানন্দ মেইল এবং পার্বতীপুর অভিমুখী ২৩ আপ রকেট মেইলকে ধীরগতিতে ঘটনাস্থল অতিক্রম করান।

উথলী রেলস্টেশনের স্টেশন মাস্টার আবু সাঈদ জানান, খবর পেয়ে রেললাইন মেরামতের কাজ শেষ করেছি। অতিরিক্ত ঠান্ডার কারণে এমন ঘটনা ঘটতে পারে। তবে ট্রেন চলাচল স্বাভাবিক আছে।

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে কম্বল বিতরণ

আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির উদ্যোগে শীতার্তদের মাঝে শীত কম্বল বিতরণ করা হয়েছে।

আজ সাড়ে ১০ টার দিকে আলমডাঙ্গা বণিক সমিতির কার্যালয়ে শীত কম্বল বিতরণ অনুষ্টানে উপস্থিত ছিলেন বণিক সমিতির সভাপতি আরেফিন মিয়া মিলন,বণিক সমিতির সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল মামুন,সহ-সভাপতি হাফিজুর রহমান, হাজী রফিকুল আলম, সহ-সাধারণ সম্পাদক শরিফুল ইসলাম , জাহাঙ্গীর আলম, কোষাধ্যক্ষ আলাউদ্দিন মিয়া, সাংগাঠনিক সম্পাদক আমিরুল ইসলাম লিটন, ক্রীড়া সম্পাদক হাবিবুর রহমান, ধর্মীয় সম্পাদক রেজাউল করিম কাবিল, দপ্তর সম্পাদক শফিউল হাসান মিলন, এছাড়া নির্বাহী সদস্য পদে খন্দকার হামিদুল ইসলাম আজম, আঃ ওহাব কাবলু, জসিম উদ্দিন, জয়নাল আবেদীন, ফারুক হোসেন, রেজাউল হক তোতা, রতন আলী, সাইদুল ইসলাম, খন্দঃ সজিব, সিরাজুল ইসলাম,বণিক সমিতির স্টাফ বজলুর রহমান।

পরে শীতার্থ মানুষের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করা হয়। মোট ৪৫০ জনকে শীত বস্ত্র তুলে দেওয়া হয।

এ সময় সভাপতি আরেফিন মিয়া বলেন, আলমডাঙ্গা বণিক সমিতি জন্মলগ্ন থেকে একটি ব্যবসায়ি সংগঠন,আলমডাঙ্গার ব্যাবসায়িদের সবচাইতে বড় সংগঠন হিসেবে পরিচিত এই সংগঠনের মাধ্যমে আমরা প্রতি বছর শীতার্ত মানুষদের মাঝে শীত বস্ত্র বিতরণ করে থাকি।

এছর চুয়াডাঙ্গা জেলায় সর্বনিম্ম তাপ মাত্রা চলছে। গরীব দুস্থ মানুষ শীতে কষ্ট পাচ্ছে।আমরা বণিক সমিতির মাধ্যমে যতটুকু সম্ভব দিয়ে যাচ্ছি।

তিনি আরো বলেন সমাজের বিত্তবানরা এগিয়ে এসে প্রচন্ড শীতে যারা কষ্ট পাচ্ছেন তাদের পাশে দাঁড়ান। বণিক সমিতির ফান্ড থেকে ৩০০ টি ও বণিক সমিতির কার্যকরি পরিষদের সকল সদস্য ১০০০/ও সদস্য ৫০০ শত টাকা করে উত্তোলন করে বাকি ২৫০ টি কম্বল ক্রয় করে দুস্থ গরীব ও বাজারের পাহারাদার দের মধ্যে বিতরণ করা হয়।

জীবননগর ধোপাখালীতে শীতার্থ ও দুঃস্থদের মাঝে কম্বল বিতরন

জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী গ্রামে শীতার্থ দুঃস্থ প্রবীনদের মাঝে কম্বল বিতরণ করা হয়েছে। আজ সকাল সাড়ে ১১টার দিকে জীবননগর উপজেলার ধোপাখালী প্রবীন কেন্দ্র থেকে দুঃস্থ প্রবীনদের মাঝে এসব কম্বল প্রদান করা হয়।

পল্লী সহায়ক ফাউন্ডেশন (পিকেএসএফ), ওয়েভ ফাউন্ডেশন প্রবীন কমিটি ও উপজেলা প্রশাসনের সহযোগিতায় ১২৫ জনকে কম্বল (শীতবস্ত্র) দেওয়া হয়।

কম্বল বিতরণ অনুষ্ঠানে সভাপত্বিত করেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ও প্রবীন কমিটির সভাপতি বদর উদ্দিন। প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন মনোহরপুর ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান সোহরাব হোসেন।

বিশেষ অতিথি হিসাবে উপস্থিত জীবননগর উপজেলা প্রকল্প কর্মকতার্ মিজানুর রহমান, প্রবীন কমিটির (ভারপ্রাপ্ত) সাধারণ সম্পাদক মহিউদ্দিন, সহ-সভাপতি সাংগঠনিক সম্পাদক বীর মুক্তিযোদ্ধা আশরাফ আলী ও সাংগঠনিক সম্পাদক শামসুল আলম।

অনুষ্ঠান পরিচালনা করেন প্রকল্প সমন্বয়কারী আওয়াল হোসেন। সার্বিক সহযোগিতায় ছিলেন, সহকারী মেডিক্যাল অফিসার সোহেল রানা ও প্রোগ্রাম অফিসার আসাদুজ্জামান লিটন।